"তীব্রেণ"=অতি দৃঢ় ভক্তিযোগ অর্থাৎ সে ভক্তিযোগটি বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয় না, এমন ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগটি বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত না হইবার কারণ ভক্তিযোগের স্বভাবতই বিঘ্নে অভিভূত হইবার অবসর থাকে না। যেহেতুক শ্রীভগবানে ভক্তি করার মত সুখ নাই, ভক্তি না করার মত দুঃখও নাই, এইজন্য সুখে বা দুঃখে ভক্তির অনুষ্ঠানের বাধা জন্মাইতে পারে না। বাসনাপূর্ত্তি কিন্তু অননুসন্ধানেই হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে মহাভারতেও বলিয়াছেন—ভক্তের যে সময়, কৃষ্ণেরও সেইটিই সময়। নিজগৃহে শ্রীবিষ্ণুর স্মরণই তাঁহার সেবা। নিজ ভোগ্যবস্তুর শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণের নামই দান। অথচ ইহার দ্বারা ইন্দ্রাদি দুর্লভ ফলপ্রাপ্ত স্বতঃই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২১।২৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীকর্দ্দম ঋষিকেও তাহাই বলিয়াছেন—হে প্রজাধ্যক্ষ! আমাতে যাহারা একাগ্রচিত্ত, তাহাদের আমার পূজা সর্ব্বপ্রকারে নিস্ফল হয় না। অথবা ঐ শ্লোকে যে যে কামনা বিশিষ্ট হউক না কেন, তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কেই উপাসনা করিবে। এই প্রকার কামনা-বাসনা বুকে লইয়া যদি শ্রীহরিকে গাঢ় ভক্তি করেন, তাহা হইলে সেই কামনা-বাসনার ভোগান্তে বিশুদ্ধ ভক্তিতেই পর্য্যবসান হইবে। এই অভিপ্রায়েই ভক্তিযোগের "তীব্র" —এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

> অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
> না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
> কৃষ্ণ কহে আমায় ভজি' মাগে বিষয় সুখ।
> অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এতো বড় মূর্খ॥
> আমি বিজ্ঞ এই মুর্খে বিষয় কেন দিব ?
> স্বচরণামৃতদানে বিষয় ভুলাইব॥
>
> শ্রীচৈঃ মঃ ২২ পরিচ্ছেদ।

অতএব ইহাদ্বারা একান্ত ভক্ত, অথবা মুমুক্ষুজনে সেই শ্রীভগবদ্ভক্তি-যোগেরই যে একান্ত অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ একান্ত কর্ত্তব্যত্ব তাহা আর কি বলিতে হইবে ? যেহেতু সর্ব্বকামিজনেও তীব্রভাবে ভগবদ্ভক্তিরই সর্ব্বথা কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করা হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে আরও কিছু বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত নানাদেবতা উপাসনাকারীরও ভগবদ্ভক্তসঙ্গ হইতে শ্রীভগবানে অচলা ভক্তিলাভই পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি। অর্থাৎ নানাদেবতা ভজন করিয়া ভগবদ্দসঙ্গ হইতে যদি শ্রীভগবানে অচলা ভক্তিলাভ না হয়, তাহা হইলে সেই